পল্লবী আর্ট
আল্পনা, মেহেন্দী, ওয়াল পেন্টিং, ফেব্রিক, গ্লাস পেন্টিং যত্ন সহকারে করা হয়।
বাচ্চাদের খুব যত্ন সহকারে আঁকা শেখানো হয়।
Mob. : 8240006480

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৯৬৪৭৭৯১৯৮৬

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Rgn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 5 ❑ Issue 52 ❑ 17 Mar. 2022 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 2

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR

অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

চেয়ারম্যান পদে শপথ নিলেন গোপাল, ভাইস চেয়ারপার্সন পদে জ্যোৎস্না

সার্বভৌম সমাচার প্রতিবেদন : সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে বুধবার বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান হিসাবে শপথ নিলেন গোপাল শেঠ এবং ভাইস চেয়ারপার্সন হিসাবে শপথ নিলেন বনগাঁ পৌরসভার প্রাক্তণ চেয়ারপার্সন জ্যোৎস্না আঢ্য।

তৃণমূলের জয়ী প্রার্থীদের পাশাপাশি এদিন শপথ নেন বিজেপির জয়ী প্রার্থী দেবদাস মণ্ডল, জাতীয় কংগ্রেসের জয়ী প্রার্থী ঋতুপর্ণা আঢ্য ও নির্দলের জয়ী প্রার্থী চিরঞ্জিত বিশ্বাস। সকল কাউন্সিলরদের শপথবাক্য পাঠ করান বনগাঁর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সংঘামিত্রা দাস।

মালটু দিলেই চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান হওয়া যায়— কৃষ্ণা রায়

এদিকে কাউন্সিলর পদে শপথ নেওয়ার পর সাংবাদিক বৈঠকের মাঝেই বিস্ফোরক হয়ে ওঠেন বনগাঁ পৌরসভার ছয়বারের প্রাক্তণ কাউন্সিলর এবং তিনবারের প্রাক্তণ ভাইস চেয়ারপার্সন কৃষ্ণা রায়। তিনি সভাকক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে এসে বলেন, "দল আমাদের টিকিট দিয়েছিল, আমরা বারে বারে জিতে দেখিয়ে দিয়েছি মানুষের কাছে আমাদের গ্রহণ যোগ্যতা আছে।

তবে এসবের এখানে কোন দাম নেই। এখানে পয়সা-মাল্টু দিলেই চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান হওয়া যাবে। আমাদের পয়সা নেই, আমাদের পদ দেবে কেন। আমাদের পয়সা নেই যে আমরা টিকিট কিনে চেয়ারে বসে পড়ব। তবে এটা সবথেকে লজ্জার যে, একজন সর্বোচ্ছ পদ উপভোগ করার পরে আবার সর্বনিন্ম পদের দাবীদার হয়।"

প্রতিনিধি : 'তৃণমূল দলে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের পদ পেতে হলে পয়সা বা মালটু দিতে হয়। পয়সা ছাড়া এখানে পদ পাওয়া যায় না।' বুধবার দুপুরে সাংবাদিক সম্মেলনে এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন বনগাঁ পৌরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান কৃষ্ণ রায়।

এবারের পুরসভা ভোটে কৃষ্ণা দেবী তৃণমূলের টিকিটে ১০ নম্বর ওয়ার্ড থেকে জয়ী হয়েছেন। তার বৌমা টুম্পা রায় ১২ নম্বর ওয়ার্ড থেকে জয়ী হয়েছেন। একই পরিবারের দুজন প্রার্থী হওয়ায় তৃণমূলের একাংশ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। দুজনেই অবশ্য ভোটে জয়লাভ করেছেন। বুধবার বনগাঁ পৌরসভায় চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান সহ অন্যান্য কাউন্সিলরদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে এসেছিলেন কৃষ্ণা দেবী। তৃতীয় পাতায়...

ফের চালু হবে ভারত-বাংলাদেশগামী যাত্রীবাহী ট্রেন

প্রতিনিধি : করোনা মহামারীর দরুন দীর্ঘ সময় ধরে বন্ধ ছিল ভারত-বাংলাদেশ চলাচলকারি ট্রেনগুলো। তবে খুশির খবর, ফের ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল শুরু হতে চলেছে। রেল মন্ত্রক সূত্রে খবর, আগামী ২৬ মার্চ থেকে দুই দেশের মধ্যে যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবা শুরু হবে। ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে বর্তমানে তিনটি যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল করে। কলকাতা স্টেশন থেকে ঢাকার মধ্যে যাতায়াত করে মৈত্রী ও বন্ধন এক্সপ্রেস। কলকাতা থেকে ছেড়ে গেদে সীমান্ত তৃতীয় পাতায়...

শান্তিনিকেতনের আদলে বসন্ত উৎসব বিভূতিভূষণ বি.এড. কলেজ প্রাঙ্গণে

সায়ন ঘোষ, বনগাঁ : "ওরে গৃহবাসী, খোল্ দ্বার খোল্, লাগল যে দোল।" আগামীকাল বসন্ত উৎসব। আর তার আগের দিনই আবির খেলে এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বসন্ত উৎসব পালন করল উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বনগাঁ বিভূতিভূষণ বি.এড. কলেজে।

করোনার প্রভাবে গত দু'বছর দেখা মেলেনি বসন্ত উৎসবের। বন্ধ ছিল সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সেই আবেগকে সামনে রেখে এদিন বিভূতিভূষণ বি.এড. কলেজ-এর বসন্ত উৎসব যেন একটুকরো শান্তিনিকেতন-এর রূপ নেয়। এবছর সপ্তম বর্ষে পদার্পন করল বিভূতিভূষণ বি.এড. কলেজের বসন্ত উৎসব। নাচ, গান, আবৃত্তি একাধিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎযাপিত হল এবারের বসন্ত উৎসব।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই বিভূতিভূষণ বি.এড. কলেজ ক্যাম্পাস সেজে উঠেছিল রঙিন হয়ে। এদিন কলেজের পড়ুয়ারা বসন্তের সাজে গোটা কলেজ প্রাঙ্গনকে ভরিয়ে তোলে। একদিকে হলুদ শাড়ি ও অন্যদিকে হলুদ পাঞ্জাবী পড়ে বসন্ত উৎসবে সামিল হয় পড়ুয়ারা।

প্রতি বছরের ন্যায় কলেজ পড়ুয়া এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে বসন্ত উৎসবের আয়োজন করা হয়। নিয়ম মেনে দোল পূর্ণিমার একদিন আগে বিভূতিভূষণ বি.এড. কলেজে পালিত হয়ে আসছে বসন্ত উৎসব। একে অপরকে আবির দিয়ে রাঙিয়ে তোলার সাথে সাথে বন্ধুত্বের আলিঙ্গন দিয়ে বসন্ত উৎসব পালিত হয়। এদিন বসন্তের গান ও নাচের মধ্যে দিয়ে সূচনা হয় অনুষ্ঠানের।

আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বনগাঁর একাধিক সাহিত্যিক-প্রেমী মানুষ। বিভূতিভূষণ বি.এড. কলেজ সচিব প্রদীপ দে বলেন, আমদের এবারের বসন্ত উৎসব সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করল। আমাদের কলেজ শুরুর তৃতীয় পাতায়...

সাপের কামড় খেয়েও মনোবল হারাননি ছাত্র, বেড়ে বসেই দিল মাধ্যমিক পরীক্ষা

প্রতিনিধি : সাপের কামড় খেয়েও মনোবল হারাননি মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। চিকিৎসা করিয়ে হাসপাতালে বসেই ভৌত বিজ্ঞান পরীক্ষা দিল। এই ঘটনায় ছাত্রের মানসিক শক্তি দেখে শিক্ষকেরাও অবাক হয়ে গিয়েছেন। মঙ্গলবারের পরীক্ষা দেওয়ার ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে।

হাসপাতাল ও স্কুলের মাধ্যমে জানা গিয়েছে, ছাত্রের নাম রায়হান মন্ডল। গাইঘাটার বেড়ি গোপালপুর আদর্শ বিদ্যামন্দিরের ছাত্র। বাড়ি গাইঘাটা থানার সুবিদপুর এলাকায়। এবার তার পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল স্থানীয় পাঁচপোতা ভারাডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়।

পরিবারের লোকেরা জানিয়েছেন, গতকাল সন্ধ্যায় প্রতিবেশী এক বন্ধুর বাড়িতে পড়তে যাচ্ছিল সে। বাঁশ বাগানের পাশ থেকে যাওয়ার সময় তার পায়ে সাপে কামড় দেয়। সাপের কামড় খেয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে সে। পরিবারের লোকেরা রাতেই তাকে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। এদিন সকালে তার অবস্থা চতুর্থ পাতায়...

LIC
কর্মসংস্থান
LICI তে এজেন্ট নিয়োগ চলছে
স্টাইপেন্ড- ৫০০০ টাকা তৎসহ কমিশন।
উজ্জ্বল চন্দ (ডেভেলপমেন্ট অফিসার)
যোগাযোগ- ৭৯০৮৬২৯৪৬২ / ৯৯৩২৭২৯০৯৫

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre, 5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

সবার পছন্দ
নির্মাল্য
মা এর Vaccination তো হলো
এবার শাড়ি টা ?

আমাদের দ্বিতীয় শোরুম
কোর্ট রোড, হাই স্কুল এর সামনে, বনগাঁ

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৫ ❒ সংখ্যা ৫২ ❒ ১৭ মার্চ, ২০২২ ❒ বৃহস্পতিবার

সীমান্ত এলাকার পার্কিং থেকে মাসিক রাজস্ব কোটি টাকা!

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রেখে পরিবহণ ব্যবস্থা চলে আসছে সড়কপথে। বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে অন্যতম ৬টি সীমান্তবর্তী অঞ্চল। আর এইসব সীমান্তে রয়েছে ছয়টি টার্মিনাল। যেমন উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ, দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি, কোচবিহারের চাংড়াবান্ধা, আলিপুরদুয়ারের জয়গাঁও, জলপাইগুড়ির ফুলবাড়ি এবং দার্জিলিংয়ের পানিটাঙ্কি। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই টার্মিনালগুলি থেকে টাকা আদায় করত স্থানীয় এজেন্সি এবং পুরসভাগুলি। কিন্তু অভিযোগ ছিল সেই রাজস্ব সঠিক ভাবে পৌঁছত না রাজ্য সরকারের কাছে। গত মাসে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী এই টার্মিনালকে পরিবহণ দফতরের হতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেন। পরিবহণ দফতরের আওতায় এনে টার্মিনাল থেকে পার্কিং বাবদ ফি আদায় করার নির্দেশও দেন তিনি। এরপরেই নবান্ন থেকে নির্দেশিকা জারি করে রাজ্যজুড়ে এই ধরনের সমস্ত টার্মিনাল অধিগ্রহণ করা হয়। ফলে গত ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে সমস্ত ট্রাক টার্মিনাল থেকে পার্কিং ফি আদায়ের কাজ শুরু করে রাজ্যের পরিবহণ দফতর। আর সেই রাজস্ব সরাসরি জমা পড়ে সরকারের কোষাগারে। ফলে গত এক মাসের মধ্যে অধিগ্রহণ করা টার্মিনাল থেকে প্রায় এক কোটিরও বেশি রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রের খবর। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টার্মিনালের টাকা আদায় নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করার পরই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। ফলে ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের রাজস্ব আদায়ের অপব্যবহার বন্ধ করার জন্য একটি নতুন পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে। যার জেরে রাজ্যের এই ছয়টি টার্মিনালে শুরু হয়েছে নতুন ব্যবস্থা। বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা, যদি একই পন্থায় আরও অনেক জায়গায় এই নির্দেশিকা বলবৎ করা হয়, তাহলে অনেক জায়গা থেকে আরও বেশি রাজস্ব অর্জন করার সম্ভব হবে।

আলো নাট্য সংস্থার সার্থক প্রযোজনা নকল ছাপ

নীরেশ ভৌমিক ঃ গাইগাটার বাগনা আলো নাট্য সংস্থা সম্প্রতি মঞ্চস্থ করে তাঁদের নতুন নাটক নকল ছাপ। বিশিষ্ঠ নাট্যকার অপূর্ব দে রচিত নাটকটিতে বাঁকুড়া আদিবাসী গ্রামের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের জীবন সংগ্রাম। সেই সঙ্গে গ্রামের মোড়ল কর্তৃক সহজ সরল দরিদ্র কৃষকদের সহায় সম্বল লুট করার, তাঁদের ঠকানোর কাহিনী সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। বিশিষ্ঠ নাট্য নির্দেশক ও অভিনেতা জয়ন্ত চক্রবর্তী। বিভিন্ন চরিত্রে যথাযথ অভিনয়ের মাধ্যমে নাটকটিকে সার্থক করে তুলেছেন, অনিরুদ্ধ বর্মন, বিক্রম হালদার, স্নেহাশীষ দাস, তাপস অধিকারী ও অন্তরা হালদার। গাইঘাটার কয়া দেশ প্রেম মঞ্চে পরিবেশিত নাটকটি সমবেত দর্শক মন্ডলীর উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে।

কৃষক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত সাম্প্রতিক ভোট

সুনীল কুমার রায়

সম্প্রতি পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের পটভূমিকা নিয়ে বিশ্লেষণ চলছে। গত পনের মাস ধরে কোন রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় না থেকে 'সংযুক্ত কিসান মোর্চা' (এসকেএম)-এর নেতৃত্ব অদমনীয় আন্দোলনে কেন্দ্রীয় সরকার পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে।

এই আন্দোলনের ফলাফলের মূল্যায়নে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী বিজেপি বিরোধী দলগুলি স্বপ্নের জাল বুনেছিল, বিজেপি কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। ওখানে ভোট হয় মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে যেটি আমাদের কাছে দুঃস্বপ্ন।

আমার বন্ধু স্থানীয় পাঞ্জাবের কৃষক নেতা দিলওয়ার সাঁধু মালওয়া অঞ্চলের বাসিন্দা। দিল্লীর রাজপথে কেন্দ্রীয় সরকারের কালা কৃষি বিলের বিরুদ্ধে একটানা অবস্থান করেছে। ভোটের দিন রাত্রে ভোটের খবরাখবর জানতে ফোন করেছিলাম। বিস্তারিত উত্তরের এককথায় প্রকাশ করলে দাড়ায়, রাস্তায় নেমে আন্দোলন এবং জন প্রতিনিধি নির্বাচনে বিস্তর পার্থক। সেখান থেকে আম আদমি রেকর্ড ভোটে জিতেছে অথচ এরা দীর্ঘ মেয়াদি এই আন্দোলনে শরিক হয়নি। একই ছবি পাওয়া গেছে 'দোয়াব' নামে পাশের একটি অঞ্চলে। আবার উত্তর প্রদেশের প্রায় আশি শতাংশ কৃষকেরা এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই বিজেপির আশঙ্কা হওয়া বাঞ্চনীয়। অথচ ফলাফলে বিজেপি বিপুলভাবে এগিয়ে।

কৃষি আন্দোলনের ধারাবাহিকতা প্রসঙ্গে এই পত্রিকার নির্দিষ্ট কলমে আমি উল্লেখ করেছিলাম যে, কৃষক আন্দোলনের দাবীগুলি সাধারণ চাষি সমাজের কাছে হৃদয় সঙ্গম কোন সময়েই জন্য হয়নি। কৃষি বিল প্রত্যাহারের বিষয়বস্তু সাধারণের কাছে সময়োযোগী হয়নি বা পৌঁছায়নি। ওটি রাজনৈতিক কারবারীদের ক্ষেত্রে যথাযথ ছিল। রক্ত জল করা পরিশ্রমের বিনিময়ে প্রাপ্ত কৃষিজাত পদার্থের মূল্য নির্ধারনের জন্য মাণ্ডির যথাযথ ব্যবস্থাপনা, সরকারি ক্রয়ের সরলীকরণ, উপযুক্ত দাম, উর্দ্ধমূখী খরচ জোগানো, দায় থেকে দৈনন্দিন জীবিকা নির্বাহের কার্য্যকরী ভূমিকা মূলত এগুলিই ছিল চাহিদা।

কেন্দ্রীয় সরকারের তিনটি অবাঞ্চিত কৃষি বিলের বিরুদ্ধে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, পশ্চিম উত্তর প্রদেশের এবং পূর্ব রাজস্থানের কৃষকেরা নিয়মিত নজিরবিহীনভাবে আন্দোলন করে গেছে। অনেক প্ররোচনা, উষ্কানিমূলক ইন্ধন সত্ত্বেও আন্দোলন ছিল অহিংস পথে। বিশেষ করে মহিলাদের উপস্থিতি, সক্রিয় সমর্থন ও আন্তরিকতা ছিল অভাবনীয়।

কংগ্রেস প্রথম থেকেই এই আন্দোলনকে তীব্রভাবে সমর্থন করে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে এসেছে। কেন্দ্রীয় সরকার যখন লোকসভায় আন্দোলনে অংশগ্রহনকারী মৃত কৃষকদের তালিকা প্রকাশ করতে পারেনি তখন কংগ্রেস তিনটি রাজ্যের মৃত কৃষকদের তালিকা প্রকাশ করে। পাঞ্চাবের কংগ্রেস সরকার এই মৃত পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করে। যেখানে উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা, উত্তরাখণ্ডে এবং মধ্য প্রদেশে কৃষকদের বিরুদ্ধে এফ আই আর করা হয়েছিল অথচ পঞ্জাব সরকার এর তীব্র প্রতিবাদ করেছিল। কংগ্রেস প্রথম থেকেই এই আন্দোলনের পক্ষ নেয়।

পাঞ্জাবের অকালি দল কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বিজেপির সঙ্গ ত্যাগ করে অন্যদল গুলির আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। আম আদমি পার্টির এই আন্দোলনে কোন সক্রিয়তা ছিল না।

অথচ ভোটের ফলাফলে আম আদমি পার্টি এবং বিজেপি নিরাঙ্কুশভাবে সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেল।

কিন্তু কেন?

— তবে এই আন্দোলনের গ্রহনযোগ্যতা ছিল না। ঠিক তা নয়। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, সেন্টার ফর ডেভলপিং সোসাইটির লোকনীতি ভাবনার গুরুত্ব দিয়েছে।

পাঞ্জাবে দীর্ঘদিনের কংগ্রেস, অকালি দলের শাসন ক্ষমতায় এখানকার মানুষের কাছে ক্রমশ গ্রহনযোগ্যতা হারিয়েছে। অপরিকল্পিত শাসন ব্যবস্থা, দুর্নীতি ভয়াবহ আকার ধারন করেছে। ফলে পাঞ্জাবের অকালি, কংগ্রেস এবং বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে বৃহত্তর অংশ এদেরকে সরিয়ে আপকে সমর্থন করেছে। কৃষিজীবী ও অকৃষিজীবী সবাই এক সঙ্গে পা মিলিয়েছে। এখানকার মানুষ ব্যাপাক পরিবর্তন চেয়েছে। আন্দোলনে সার্থকতা কোথায়?

২০১৫-১৬ সালের কৃষি সেন্সাস অনুযায়ী উত্তর প্রদেশের প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষী ৮৬ শতাংশ। প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস অনুসারে ২০২২-এর মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুন হওয়ার কথা হয়নি। কৃষি সংক্রান্ত তিনটি কর্মসূচী পিএম কিষান, ফসল বিমা, কৃষি যোজনার কোন খাতেই কেন্দ্রীয় বাজেটে বৃদ্ধি পায়নি।

এত বঞ্চনার পরেও বিজেপির অভাবনীয় সাফল্য কেন। প্রথমত রেশন, পেনশন ও জ্বালানিতে মানুষ উপকৃত হয়েছে।

মূলত কৃষক আন্দোলনের বিষয়বস্তু নয়, জাতি সত্ত্বা ও উপভোক্তা বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। ব্রাহ্মন, ঠাকুর, বৈশ্য, জাঠু, কুর্মী, নিশাদ, কাশ্যপ, অন্যান্য ওবিসি, যাদব ভোটের অধিকাংশই বিজেপি পেয়েছে। কৃষক আন্দোলনকে নৈতিকভাবে সমর্থন করেছে কিন্তু প্রাধান্য পেয়েছে জাতি সমীকরণ। ফলে কৃষক আন্দোলনের রূপরেখার মূল্যায়নের প্রয়োজন।

ছবি সৌজন্যে গুগুল

পড়ুন পড়ান
সার্বভৌম সমাচার
HTTPS://WWW.SARBABHAUMASAMACHAR.IN/
বিজ্ঞাপনের জন্য এখনই যোগাযোগ করুন

বিজ্ঞান বিষয়ক নিবন্ধ

বিজ্ঞানের আসরে নতুন বিষয় প্রতিষ্ঠা হলো ইউজেনিক্স

অজয় মজুমদার

পর্ব-২

লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম গ্যালটনের জন্য একটি পৃথক বিভাগ উন্মোচিত করলো— নাম ইউজেনিক্স। এইভাবে একটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করা হয়। কিছুদিন পরে এই বিভাগে যোগদান করেন এক অধ্যাপক। তিনি প্রথিতযশা গণিতবিদ কার্লপিয়ার্সন। এই বিজ্ঞানী এক বৈপ্লবিক কাজ করতে শুরু করেন। অনেক সূত্রের সমাধান সূত্র, সহজেই হবে এ'রকম ইঙ্গিতও দিতে পেরেছিলেন। তাঁর চিন্তা-ভাবনার মধ্যে তিনি জীবন- বিজ্ঞানে গণিতের ব্যবহার শুরু করেছিলেন। রক্ষনশীলরা তাঁর পরিচয় এখান থেকেই পেয়েছিলেন। পিয়ার্সন এর মতো মানুষের বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবেশের কোনো ভূমিকা নেই। বংশগতির উৎকর্ষতার জন্যই সমাজে অভিজাত ও নিম্নবর্গের শ্রেণীবিভাগ তৈরি হয়েছে। তাঁর এই ধরনের চিন্তাভাবনা ইউরোপ ও আমেরিকার জাতি বিদ্বেষীদের নৈতিক সমর্থন জুগিয়েছিল। যদিও ইংল্যান্ডে, 'ইউজেনিক্স সোসাইটি' পিয়ার্সনের চিন্তা ভাবনার বিরোধিতাই করে এসেছে। কিন্তু তা হলেও পিয়ার্সনের এই মতবাদ বিশেষভাবে আমেরিকা ও জার্মানিতে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল।

১৯২৬ সালে আমেরিকার ইউজেনিক্স সোসাইটি তৈরি হয়েছিল। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, সাদা চামড়ার মানুষেরা অনেক উঁচুমানের এবং তার মধ্যে নার্ভিক সাদা চামড়ার মানুষেরা সর্বশ্রেষ্ঠ ইত্যাদি। কে উঁচু মানের এই চুলচেরা বিচার শুরু হয়ে গেল। কেউই ভেবে দেখার কথা ভাবেনি বিকাশ লাভের জন্য। আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ভৌগলিক দিক থেকে একই ভিন্ন যে দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে তুলনা করা অর্থহীন। তখনকার বিজ্ঞান অন্যায় ভাবে আবার সমর্থন জুগিয়েছিল সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে কমবুদ্ধি ও অপরাধ প্রবণতার বিষয়টি। ১৯০০ সাল নাগাদ ফরাসি মনোবিজ্ঞানী আলফ্রেড বিনে উদ্ধার বুদ্ধঙ্ক মাপার কাজ শুরু করলেন। যাদের মানসিক বয়স ১২ বা তার নিচে, তারা সকলেই কম বুদ্ধি বা মোরণ এবং তাদের অপরাধী হওয়ার সম্ভাবনাও অনেক বেশি।

এদভাবে সমীক্ষা করে দেখা গেল বহু সংখ্যক মানুষ ক্রীতদাস বংশোদ্ভূত বা বস্তি তে বা গ্রামে বাস করে। যারা সমাজের সঙ্গে বেশি করে জড়িয়ে পড়ে, তাদের মানসিক বয়স ১২ বা তার নিচেয়। বংশ তালিকা ধরে তাদের গোষ্ঠী বিচার হলো, দেখা গেল, এক বিরাট সংখ্যক মানুষ যারা নিজেদের দেশ ছেড়ে আমেরিকায় এসেছেন, তারা খারাপ গোষ্ঠীর মানুষ বা ত্রুটিপূর্ণ বংশগতির মানুষ বলে চিহ্নিত। খুবই পরিতাপের বিষয় তখনকার আমেরিকার এক গরিষ্ঠ সংখ্যক বুদ্ধিজীবী মানুষ এই চূড়ান্ত জাতিবিদ্বেষী চিন্তা ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। ১৯০৫ সাল নাগাদ এর প্রভাব পড়লো ভিনদেশী মানুষের ওপর। ইমিগ্রেশন আইন বদলাতে শুরু করল ১৯২৪ সাল থেকে। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, আমেরিকায় বসবাসকারীদের কোন কোন সাল পর্যন্ত আদি বাসিন্দাদের মধ্যে ফেলা যাবে, প্রতি বছর কতজন মানুষকে আমেরিকায় বসবাসের অনুমতি দেওয়া হবে— এই বিষয়েও কোন পিছিয়ে পড়া জাতি আমেরিকায় এসে যেন কোনো ভাবেই প্রাধান্য বিস্তার করতে না পারে। যদিও এর কোনো বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা নেই- পরবর্তীকালে তা প্রমাণিত হয়। পূর্বের ধারণা অনুযায়ী দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার আজও চলছে দেশে বিদেশে।

দুইএকটি উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে আমেরিকার ফার্গুসন নামের কৃষ্ণাঙ্গ অধ্যুষিত এলাকায় ১৮ বছরের কৃষ্ণাঙ্গ মাইকেল ব্রাউনকে হত্যার জন্য শ্বেতাঙ্গ পুলিশ অফিসার ড্যারেন উইলসনের বিরুদ্ধে মিসৌরি কোর্টে কোন চার্জই আনল না। উইলসন বেকসুর খালাস ও প্রতি সপ্তাহে দুজন কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান শ্বেতাঙ্গ পুলিশের হাতে মারা গেছে। পুলিশি বর্বরতার ৯৯% কোনো তদন্ত হয় না। ভারতীয় পরিবারে বা সোসাইটিতে ফার্গুসন বা ট্রেন্ডন মার্কিন সম্পর্কিত আলোচনায় পুলিশে অত্যাচার, বর্বরতা বা মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে কোনো নিরপেক্ষ বা সহানুভূতিমূলক কথাবার্তা শোনা যায় না।

নোম চমস্কি এক কথোপকথনে বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে কলঙ্কিত অধ্যায় শুরু হয়েছিল লক্ষ লক্ষ নেটিভ ইন্ডিয়ানকে নির্বংশ করে দিয়ে, তারই পরের অধ্যায় কৃষ্ণাঙ্গদের উপর ২০০ বছরের চরম নির্যাতন। অর্ধশতক আগে সিভিল রাইটস অ্যাক্ট পাস হয়েছে। ১৯৬৪ সালে সেই আইনের পর ইমিগ্র্যান্ট পাস হয়। তবু এখনও কালাদের উপর পুলিশী বর্বরতায় গরিব আদিবাসীদের মধ্যে সরাসরি নিপীড়নে, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি চলছে। এই মুহূর্তে আমেরিকার ১০ লক্ষ কালো মানুষ জেলে বন্দী, অনেকেই বিনা বিচারে। সিভিল রাইটস নেতা জ্যাকসন বলেছেন, এদেশে যত কালো ছেলে মেয়ে কলেজে পড়ার সুযোগ পায়, তার চেয়ে বেশি জেলবন্দি থাকে।

মানুষ জাতির ভবিষ্যৎ বিকাশের স্বার্থে মার্কিন অভিজাতরা মনে করতেন, সমাজের দরিদ্র, অল্পবৃদ্ধ, অপরাধ প্রবণতা, যৌনকর্ম, অসৎচরিত্র, ভবঘুরে বৃত্তি সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক। ইউজেনিক্স সূত্র প্রয়োগ করে— এই ধরনের মানুষদের সন্তান উৎপাদন বন্ধ করে দিতে পারলে সমাজকে কলুষমুক্ত করা যাবে। প্রগতির পথে আর কোনো বাধা থাকবে না। ফলে ইউজেনিক্সের মত অপবিজ্ঞানের শক্তিশালী থাবা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। আর ইউজেনিক্স এর সমাজদার হয়ে উঠলেন- শাসকশ্রেণী, বড় পুঁজির মালিক, অভিজাত শ্রেণী এবং সমাজ কর্তারা। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে ইউজেনিক্স গবেষণার পীঠস্থান হয়ে উঠতে থাকে। ইউজেনিক্স গবেষণা করতে বিজ্ঞানীদের বাধ্য করা হয়। অপছন্দের সন্তান উৎপাদন বন্ধ করার প্রধান ছিলেন চার্লস ভাবেন পোর্ট। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আমেরিকায় অনুপ্রবেশকারী শরণার্থীদের বাছাই করা শুরু হয় ইউজেনিক্স সূত্র প্রয়োগ করে। আর সেই থেকেই আমেরিকায় জন্মনিয়ন্ত্রণের কর্মসূচি শুরু হয়। ১৯২৭ সালে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের এক রায়ে আমেরিকায় এটি আইনি স্বীকৃতি পায়। ইতিহাসে এটা বিখ্যাত 'ব্যাক অ্যান্ড বেল' মামলা নামে পরিচিত।

লাগামছাড়া পার্কিং ফি! আন্দোলনে ব্যবসায়ীরা, রাস্তা অবরোধ করে পার্কিংয়ে ট্রাক এন্টি না করার ঘোষণা

প্রতিনিধি : বনগাঁ কালীতলা পার্কিংয়ে পার্কিং ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে ধারাবাহিক আন্দলন শুরু করেছে বনগাঁ ইমপোর্ট এক্সপোর্ট সমম্বয় কমিটির ট্রাক মালিক ও ব্যবসায়ীরা। বৃহস্পতি বারের পর রবিবার রাতে বনগাঁ বাটামোড়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন তাঁরা। অবরোধ থেকে কমিটির সদস্যরা ঘোষণা করলেন, সোমবার সকাল থেকে কালিতলা পার্কিং-এ কোন ট্রাক এন্ট্রি করতে যাবে না।

ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীদের বক্তব্য" পার্কিং ফি কমানোর দাবি প্রশাসনিক কর্তাদের জানিয়ে কোন ফলা হচ্ছে না। তাই বৃহস্পতিবার থেকে কালীতলা পার্কিং থেকে যাতায়াতকারী ট্রাক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এবার কালীতলা পার্কিং-এ কোন ট্রাক ঢুকবে না বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আন্দোলনের ফলে কয়েক হাজার টাকার পণ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে ট্রাকগুলি। ক্ষতির মুখে আমদানি রপ্তানি ব্যবসা।

ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, বনগাঁর পেট্রাপোল বন্দর দিয়ে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সীমান্ত বাণিজ্য চলে। সে কারণে কয়েক হাজার ট্রাক বনগাঁ কালীতলা পার্কিং-এ এসে জড়ো হয়। এতদিন সেই ট্রাক গুলি থেকে পার্কিং ফি আদায় করত বনগাঁ পৌরসভা। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পার্কিংটি রাজ্য পরিবহন দপ্তরের হাতে হস্তান্তর করে পৌরসভা। অভিযোগ এরপর থেকে রাজ্য সরকার পার্কিং ফি অতিমাত্রায় বাড়ি দিয়েছে। আগে একটি ট্রাকের পার্কিং ফি ছিল দিনপ্রতি ৮০ টাকা, ট্রেলারের ছিল ২০০ টাকা।

এখন দিন বদলে ঘন্টায় করা হয়েছে। ট্রাক ঘন্টায় ২০ টাকা এবং ট্রেলার ঘন্টা প্রতি ৪০ টাকা করা হয়েছে। এর ফলে প্রতিটি ট্রাকের দৈনিক পার্কিং ফি লাগছে ৯৬০ টাকা এবং ট্রেলার প্রতি ১৯২০ টাকা। এরফলে সমস্যায় পড়েছেন ব্যবসায়ীরা।পুরনো পার্কিং ফি চালু করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। বনগাঁ গুডস ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী সভাপতি খোকন পাল বলেন" কালীতলা পার্কিং-এর ক্যাপাসিটি ৬০০। কিন্তু এখানে প্রায় ৮০০০ গাড়ি এন্ট্রি আছে। সোমবার থেকে পার্কিংএ কোন ট্রাক এন্ট্রি করতে যাবে না। লাগামছাড়া পার্কিং ফি নেওয়ার প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আমাদের ব্যাবসা শেষ করার চেষ্টা চলছে। যতক্ষণ সমস্যা না মিটবে আমরা কালীতলা পার্কিং-এ গাড়ি ঢুকাবো না। পার্কিং ফি দেব না।

বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস বলেন" আমদানি রপ্তানি ব্যবসায়ীদের যেকোনো সমস্যায় আমাদের সরকার সহানুভূতিশীল। আমি বিষয়টি সরকারের নজরে এনেছি। একটু সময় দিতে হবে। মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল থেকে গোটা চল্লিশেক গাড়ি এন্ট্রি করা হয়েছে কালিতলা পার্কিং থেকে।

বন্ধুকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ

প্রতিনিধি : স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের সন্দেহে দুই বন্ধুর মধ্যে বিবাদ চলছিল। আর সেই বিবাদকে কেন্দ্র করে বন্ধুকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুন করার পর স্ত্রীকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বাগদা থানার খর্দ্দকুলবেড়িয়া পাড়ুইপাড়া এলাকায়। অভিযুক্ত বাসুদেব ঘোষকে গ্রেফতার করেছে বাগদা থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম আনন্দ ঘোষ (৩৭)। আহত স্ত্রী কাকলি ঘোষ।

স্থানীয়রা জানিয়েছে, আনন্দ ও বাসুদেব প্রতিবেশী। বাসুদেব আনন্দের থেকে বয়সে বড় হলেও দীর্ঘদিন ধরে তাদের বন্ধুত্ব রয়েছে। এক সঙ্গে দিনমজুরের কাজ করে। দুজন দুজনার বাড়িতে নিয়মিত চতুর্থ পাতায়...

বর্ণচোরা'র বসন্ত উৎসবে নানা অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১৭ মার্চ দোল উৎসবের আগের দিন বসন্ত উৎসবের আয়োজন করে হাবড়ার কইপুকুরের অন্যতম সাংস্কৃতিক সংগঠন বর্ণচোরার সদস্যগণ। এদিন সকালে উৎসব অঙ্গনের সুসজ্জিত মঞ্চে মনোজ্ঞ সংগীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠানের মধ্য

দিয়ে আয়োজিত উৎসবের সূচনা হয়। বর্ণচোরা আবৃত্তি ও নাট্য সংস্থার প্রাণ পুরুষ সুবীর নারায়ণ দাস (দেবদাস)-এর আহবানে এদিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব গোবরডাঙ্গা রূপান্তর নাট্যদলের নির্দেশক প্রতাপ সেন, প্রখ্যাত আবৃত্তিকার নিত্যানন্দ মিস্ত্রি, বিশিষ্ট নাট্যাভিনেতা স্বরূপ দেবনাথ প্রমুখ। সংস্থার সম্পাদিকা টুম্পা চক্রবর্তী সকলকে স্বাগত জানান, সদস্যগণ বৃক্ষচারা সহ নানা উপহারে বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দকে বরণ করে নেন। বিশিষ্টজনেরা তাঁদের বক্তব্যে আবৃত্তি ও নাট্যচর্চা ও প্রসারে বর্ণচোরার উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। কবিতা আবৃত্তি করে শোনায় মৌমিতা, শুভঙ্কর, অভিজিৎ, গৌরব ও অনিকেত বসু প্রমুখ। স্কুল ছাত্রী উপাসনা সাহার আবৃত্তি ও নৃত্যশৈলী সমবেত দর্শক মণ্ডলীকে মুগ্ধ করে।

বেডস্ এর ৮ম বার্ষিক সম্মেলন

নীরেশ ভৌমিক ঃ জেলার অন্যতম সংগঠন বেঙ্গল এডুকেশোন ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশান (বেডস্) বছরভর রাজ্যজুড়ে নানা সমাজ সেবামূলক কাজ করে থাকে। বর্তমানে রাজ্যের ২৩টি জেলায় বেড্সের সদস্যরা সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষজনের কল্যাণে নানা ধরনের সেবামূলক কাজ করে চলেছে। সেই সঙ্গে ইয়াস ও আমপান ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত প্রমুখ। সম্মেলনে আমন্ত্রিত বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় শিক্ষক ড. নিরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়, বিজ্ঞানী ড. অর্চণ কান্তি দাস, শিক্ষক পলাশ গাঙ্গুলী, অভিজিৎ রুদ্র, স্বামী সত্যরূপানন্দজী, পদ্মশ্রী কাজী মাসুম আখতার, সংগঠক রাকেশ সাহা, সুব্রত দে, প্রভাষ বিশ্বাস, রামপ্রসাদ মণ্ডল, সোনালী মিস্ত্রী, বাদুড়িয়ার বিধায়ক কাজী

মানুষজনের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিরতণ, দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের পড়ালেখার ব্যবস্থা এবং সবসময় অসহায় মানুষজনের পাশে থেকে তাঁদের যে কোন সমস্যার সমাধান ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের সেবামূলক কাজ করে বেড্স এর সদস্যগণ।

গত ১৩ মার্চ বারাসাতের বিদ্যাসাগর অডিটোরিয়ামে সমারোহে অনুষ্ঠিত হয় বেড্সের ৮ম বার্ষিক উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্মেলন। এদিন সকালে অডিটোরিয়াম প্রাঙ্গনে জাতীয় ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সূচনা হয়। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন জেলা সম্পাদক কাইজ খাঁন, উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি আমিনুল ইলসাম, জেলা সভাপতি অসীম বিশ্বাস, রাজ্য নেতৃত্ব এ. কালাম, উত্তর বঙ্গের প্রতিনিধি মুরাদভাই আব্দুর রহিম দিলু, স্বরুপনগর ব্লকের বিডিও কৃষ্ণগোপাল ধারা, ডাঃ তুসার কান্তি ঘোষ ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার আধিকারিক তপন রায় ও মিডিয়া কনভেনর বাবাই দে প্রমুখ। উদ্যোক্তারা সম্মেলনে উপস্থিত বিশিষ্ট জনদের বঙ্গ সম্পদ সম্মানে ভূষিত করেন। এছাড়া এদিন ডাঃ মুকুন্দ মুখার্জী সমাজকর্মী যুথিকা রায় প্রমুখ কোভিড যোদ্ধা সেই সঙ্গে বারাসাত প্রেস ক্লাবের সম্পাদক প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য সহ উপস্থিত বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় সাংবাদিকগণকেও স্মারক উপহারে বিশেষ সম্মান জ্ঞাপন করেন উদ্যোক্তারা। সম্মেলন উপলক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত অংকন প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীগণকে হাতে শংসাপত্র ও পুরস্কার প্রদান করা হয়। উপস্থিত দুস্থ পরিবারের মানুষজনের মধ্যে নতুন বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

বসন্ত উৎসব মাতালেন পৌষালী ব্যানার্জী

নীরেশ ভৌমিক ঃ দোলযাত্রা ও হোলি উৎসবের প্রাক্কালে গত১৪ মার্চ বসন্ত উৎসবে মেতে উঠেছিলেন বৃহত্তর চাঁদপাড়ার সাংস্কৃতিক কর্মী ও অনুরাগীগণ। চাঁদপাড়া চৌরঙ্গী ও কলরব সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত এদিনের অপরাহ্নে নূপুর নৃত্যকলা কেন্দ্র, জি বাংলা খ্যাত পূরবী মেঘ ড্যান্স একাডেমী, অঙ্গহার ও হংসধ্বনি ড্যান্স একাডেমীর নৃত্যশিল্পী ও অভিভাবক ও সংস্কৃতি প্রেমী মানুষজনের বিশাল এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে উৎসবের শুরু হয়।

চাঁদপাড়া সংঘ ময়দানের সুসজ্জিত কলবর ও সুরবাণী নিকেতনের শিল্পীদের কণ্ঠে আগুনের এই পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে— সংগীতের সাথে মঙ্গলদীপ প্রজ্জলন করে আয়োজিত ৫ম বার্ষিক উৎসবের সূচনা করেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গোবিন্দ দাস, ছিলেন সমিতির সহ-সভাপতি

ইলা বাক্চি, চাঁদপাড়ার প্রধান দীপক দাস, সংস্কৃতি প্রেমী কপিল ঘোষ, অজিত রায়, শ্যামল বিশ্বাস, চন্দ্রকান্ত দাস, ভবেশ দত্ত ও জেলা পরিষদ সদস্য সুভাষ রায়, ছিলেন গাইঘাটা থানার ভূতপূর্ব ওসি, বর্তমানে হাবরা থানার আই সি সংস্কৃতি অনুরাগী অরিন্দম মুখার্জী প্রমুখ।

সুসজ্জিত উৎসব অঙ্গনে মনোজ্ঞ সংগীতের সাথে বিভিন্ন নৃত্য সংস্থার নৃত্য শিল্পীদের দর্শনীয় নৃত্যানুষ্ঠান এবং সম্ভাবনাময় তরুণ সংগীত শিল্পী অজিতাংশু ও জয়ন্তর উদাত্ত কণ্ঠে গাওয়া সংগীত উপস্থিত দর্শক ও শ্রোতামন্ডলীর প্রশংসা লাভ করে। সবশেষে এদিনের উৎসবের মুখ্য আকর্ষণ প্রখ্যাত লোক সংগীত শিল্পী পৌষালী ব্যানার্জীর গাওয়া মাটির গান। যা সমবেত শ্রোতামণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। অন্যতম সংগঠক কলরব সাংস্কৃতিক সংস্থার কর্ণধার তনয় সাহা ও গোবিন্দ কুন্ডু জানান, এই উৎসব বৃহত্তর চাঁদপাড়াবাসীর। এবং সকল সংস্কৃতি প্রেমীর। এই উৎসব চাঁদপাড়ার সার্বজনীন উৎসব।

মালটু দিলেই চেয়ারম্যান হওয়া যায়— কৃষ্ণা রায়

প্রথমপাতার পর...

তার ভাগ্যে এবার ভাইস চেয়ারম্যানের পদও জোটেনি। দল তাকে যোগ্য মনে করেনি। পদ না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন তিনি। সাংবাদিকদের কাছে ক্ষোভ উগরে তিনি বলেন, "পয়সা মালটু দিলেই এ দলে চেয়ারম্যান-ভাইস চেয়ারম্যান হওয়া যায়। আমায় পদ দেবে কেন। আমার পয়সা নেই। পদ পেতে হলে পয়সা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়।"

এদিন বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান হিসেবে গোপাল শেঠ শপথ নেন। ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে শপথ নিয়েছেন প্রাক্তন চেয়ারম্যান জ্যোৎস্না আঢ্য। কৃষ্ণা দেবী ৬ বারের কাউন্সিলর। ৩ বারের প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান। তিনি এবার চেয়ারম্যান পদের দাবিদার ছিলেন। এদিন তিনি নাম না করে গোপাল শেঠের কড়া সমালোচনা করেন।

তিনি বলেন, সর্বোচ্চ পদের অধিকারী হয়ে নিম্ন পদের দাবিদার হওয়াটা লজ্জার। তৃণমূল নেতৃত্ব অবশ্য কৃষ্ণ দেবীর এই দাবিকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। তৃণমূল নেতৃত্ব জানিয়েছেন, "পদ না পেয়ে হতাশা থেকে তিনি এসব কথা বলছেন। এ বিষয়ে চেয়ারম্যান গোপাল বাবু বলেন, "তিনি আমাদের কাকিমা। আমাদের মাথার মণি।

এদিন চেয়ারম্যান হিসেবে গোপাল বাবুর নাম প্রস্তাব করে জ্যোৎস্না দেবী। শপথ গ্রহণের পর জ্যোৎস্না দেবী ও তার স্বামী প্রাক্তন চেয়ারম্যান শংকর আঢ্য গোপাল শেঠের হাতে ফুলের স্তবক তুলে দেন।

যদিও ভোটের আগে গোপাল ও শংকর বাবুর মধ্যে মনোমালিন্য তৈরি হয়েছিল। এ বিষয়ে গোপালবাবু বলেন, "খেলাতে মনোমালিন্য হতেই পারে। কেউ দলের বাইরে নয়। সকলেই দলের মধ্যে রয়েছেন। দলের সিদ্ধান্তে আমরা সকলেই এক।"

ফের চালু হবে ভারত-বাংলাদেশগামী যাত্রীবাহী ট্রেন

প্রথমপাতার পর...

হয়ে ঢাকা পৌঁছত মৈত্রী এক্সপ্রেস।

পেট্রোপোল- বেনাপোল সীমান্ত হয়ে ঢাকা যেত বন্ধন এক্সপ্রেস। এর পাশাপাশি এনজিপি থেকে ঢাকা পর্যন্ত মিতালি এক্সপ্রেস নামে একটি ট্রেনও যাতায়াত করত। তিনটি ট্রেনের মধ্যে সবার প্রথমে শুরু হয়েছিল মৈত্রী এক্সপ্রেস।

মহামারীর আতঙ্কে দীর্ঘদিন ধরে ট্রেন পরিষেবা বন্ধ। ফলে রাজ্য থেকে সরাসরি বাংলাদেশ যেতে একমাত্র ভরসা ছিল আকাশপথ। কিন্তু ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায় যাত্রীদের পক্ষে বিমানে যাতায়াত করা সম্ভব হত না।

ফলে ট্রেন পরিষেবা শুরু হলে বহু যাত্রীই উপকৃত হবেন। বাংলাদেশ থেকে কলকাতায় বহু মানুষ চিকিৎসার প্রয়োজনে আসেন। ফলে পুনরায় ট্রেন চলাচল শুরু হলে উপকৃত হবে দুই দেশ।

শান্তিনিকেতনের আদলে বসন্ত উৎসব

প্রথমপাতার পর...

আগের থেকেই এই বসন্ত উৎসবে আমাদের কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। সমস্ত বনগাঁবাসী এই উৎসব সামিল হন। সকলে অপেক্ষায় থাকে এই দিনটির জন্য। বসন্ত উৎসবে শামিল হতে পেরে খুশি কলেজের পড়ুয়ারা থেকে শুরু করে এলাকার মানুষ।

M. 8250131562 9333055067
গৌতমের দি স্পন্দন
সরকার অনুমোদিত
প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরী
হেনা ও কুশারী ফার্মেসীর পার্শ্বে
এখানে সব রকমের রক্ত, মল, মূত্র পরীক্ষা করা হয়
এবং ই.সি.জি, এক্সরে, আলট্রাসোনোগ্রাফী করা হয়।
রেটপাড়া, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩২৩৫, পশ্চিমবঙ্গ

দাবার রাজধানীতেই হতে চলেছে দাবা অলিম্পিয়াড

প্রতিনিধি : রাশিয়ায় নয়, বদলে ভারতে বসতে চলেছে ২০২২ সালের বিশ্ব দাবা অলিম্পিয়াডের আসর। চলতি বছর ২৬ জুলাই থেকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত রাশিয়ায় দাবা অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

কিন্তু বর্তমানে যুদ্ধ পরিস্হিতির কারণে বিশ্ব দাবা সংস্থা দাবা অলিম্পিয়াড-সহ সব দাবা প্রতিযোগিতা রাশিয়া থেকে সরিয়ে নেয়। নির্ধারিত সময়েই ভারতে হবে সেই প্রতিযোগিতা। ভারতীয় দাবা সংস্থা জানিয়েছে চেন্নাইয়ে হবে এই প্রতিযোগিতা। ভারতীয় দাবা সংস্থার পক্ষ থেকে টুইটে জানানো হয়েছে, “ভারতীয় দাবা সংস্থার স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। ২০২২ সালে ৪৪ তম দাবা অলিম্পিয়াড হতে চলেছে ভারতের চেন্নাই শহরে।”

দাবা অলিম্পিয়াড আয়োজনের দায়িত্ব পেয়ে খুশি হয়েছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্টালিন। তিনি জানিয়েছেন, ভারতের দাবার রাজধানীতে দাবা অলিম্পিয়াড হবে।

প্রসঙ্গত, এখনও রুশ- ইউক্রেন যুদ্ধের পরিস্থিতি গরম। প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলছেন, রাশিয়া-ইউক্রেন শান্তি আলোচনা এখন অধিকতর বাস্তবমুখী হচ্ছে, তবে এতে কোন ফলাফল পেতে আরো সময় লাগবে।

উদ্ধার হলো পরিযায়ী পাখি

প্রতিনিধি : আজ বৃহস্পতিবার গোপালনগর থানার মেদিয়া বাজার এলাকায় বনদপ্তর আধিকারিকদের হানায় উদ্ধার করা হলো ১১ টি পরিযায়ী পাখি। ওই বাজার এলাকায় প্রায়ই বিক্রয় হত বিভিন্ন প্রজাতির পাখি।

বনদপ্তর সূত্রে জানা যায়, উদ্ধার হওয়া পাখিগুলির মধ্যে নর্মাল প্যারাকিট পাখি ছিল ৯ টি এবং প্লাম হেড প্যারাকিট ছিল ২ টি।

এ দিনের ঘটনায় বনদপ্তর আধিকারিকরা জানান, আমরা গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হানা দিই ওই এলাকায়। সেখান থেকে পাখিগুলোকে উদ্ধার করি।

মাইম একাডেমীর সার্থক প্রযোজনা ‘বেঁচে থাকার লড়াই’

সঞ্জিত সাহা ঃ ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের সহযোগিতায় গত ১১ মার্চ অনুষ্ঠিত হল নাটক বেঁচে থাকার লড়াই। এদিন সন্ধ্যায় স্থানীয় হাজরা তলার জানকি মঞ্চে পরিবেশিত নাটকটি সমবেত দর্শক সাধারণের প্রশংসা লাভ করে। বিশিষ্ট মূকাভিনেতা চন্দ্রকান্ত শিরালীর নির্দেশনায় পরিবেশিত নাটকটিতে অতিমারী কোভিড পরিস্থিতিতে দীর্ঘ লকডাউনে কাজ হারানো অসহায় মানুষ, জনের অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। সেই সঙ্গে নেশার কবলে পড়া মানুষজনকে মুক্তির উপায়ও স্থান পেয়েছে নাটকটিতে।

নাট্য নির্দেশক চন্দ্রকান্ত শিরালী ছাড়াও অভিনয়ে অংশ নিয়েছেন বিশিষ্ট মূকাভিনেতা ধীমান সমাদ্দার, নিতাই সাধু, জয়জিৎ মণ্ডল, বোধন বোস, পার্থ হালদার, পিয়ালী রায়, জয়িতা ঢালী, সঙ্গীতা বিশ্বাস, রূপী বিশ্বাস, সজল বিশ্বাস প্রমুখ। একাডেমীর সম্পাদক চন্দ্রকান্ত বাবু জানান, সংস্থার বার্ষিক উৎসবে নাটকটি পুনরায় মঞ্চস্থ হবে।

হৃদয়পুর ঋতুরঙ্গম এর কবিতা উৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১৩ মার্চ হৃদয়পুর ঋতুরঙ্গম আয়োজন করে তাদের প্রথম বর্ষের কবিতা উৎসব। প্রখ্যাত চলচিত্রকার ঋতুপর্ণ ঘোষের স্মরণে বিগত ৫ বৎসর যাবৎ ঋতুরঙ্গম আয়োজন করে চলেছে সফল চলচ্চিত্র উৎসব। তবে এই প্রথম তাদের চলচিত্র উৎসবের আয়োজন। নন্দন চত্বরের অবনীন্দ্র সভাগৃহে অনুষ্ঠিত কবিতা উৎসবে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে বহু কবি ও বাচিক শিল্পীগণ তাঁদের সৃষ্টির ভান্ডার নিয়ে উপস্থিত হন। পলাশ ফুল, আবির ও স্মারক উপহারে প্রত্যেক শিল্পীকে বরণ করে নেন উদ্যোক্তারা। এদিন কবিতা উৎসবে বিশিষ্ট জনেদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী অধ্যাপক পোখরাজ চক্রবর্তী ও নাটকের শহর গোবরডাঙ্গার রঙ্গভূমি নাট্যদলের পরিচালক বিধান চন্দ্র হালদার। অনুষ্ঠান পরিচালনায়

ঋতুরঙ্গম এর সদস্য ও স্বনামধন্য বাচিক শিল্পী লিপিকা পালের মুন্সিয়ানা প্রশংসার দাবি রাখে। ঋতুরঙ্গম এর প্রাণপুরুষ রাহুল বিশ্বাস সহ সমস্ত সদস্যগণের প্রয়াসে এদিনের কবিতা উৎসব বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

বিজেপির বিজয় মিছিল

সংবাদদাতা ঃ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত দেশের কয়েকটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে ভালো ফল করে বিজেপি ৫টি রাজ্যের মধ্যে ৪টিতে জয়লাভ করে সরকার গঠন করতে চলেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। উত্তর প্রদেশের দ্বিতীয় বারের জন্য সরকার গঠন করেছে যোগী সরকার।

দলের এই বিপুল জয়ে যারপরনাই খুশি দলের নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা। দেশের সর্বত্রই তাঁরা আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠেছেন। তার ঢেউ এসে পড়েছে এ রাজ্যের গাইঘাটা ব্লকেও। গত ১১ মার্চ ফল ঘোষণার পর দিনই বিজেপি‘র চাঁদপাড়া মণ্ডল কমিটির উদ্যোগে চাঁদপাড়া বাজার এলাকায় বিজয় মিছিল বের হয়।

মণ্ডল সভাপতি শিক্ষক প্রশান্ত রায় ও বিশিষ্ট দলনেতা চন্দ্রকান্ত দাসের আহ্বানে ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সহ কর্মী-সমর্থকগণ মিছিলে যোগ দেন।

মধ্যাহ্ন

অশোক কুমার হালদার

প্রকৃতি পরিবেশে ছয়টি ঋতু দিয়ে একটি বৎসর হয়। গ্রীষ্ম ঋতুতে দিনের মধ্যবর্তী যে সময় অর্থাৎ মধ্যাহ্ন কালীন সময়। সেটা গ্রীষ্মের এই দাবদাহ মধ্যাহ্ন কালীন সময়টাতে বাহিরের কর্ম ব্যস্ততা বা কর্ম চঞ্চলতা কম হয়ে যায়। কারণ গ্রীষ্মের দুপুরে সূর্যের প্রখর রোদের তাপে খোলা আকাশের নীচে মানুষের দেহ আধপোড়া কয়লা বা কাঠের মত হয়ে যায়। আর এই সময় মানুষের শরীরে কোন চটকদারী বেশ ভূষণ থাকে না। শুধু হালকা ও পাতলা পোশাক দেহ আবৃত থাকে। গ্রীষ্মের এই প্রকৃতিতে মানুষ বাহিরের মধ্যাহ্ন প্রকৃতি অপেক্ষা ঘরের অন্তর মুখী পরিবেশে বেশী স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। কিন্তু আবার যখন শীতকাল অর্থাৎ শীত ঋতু আসে তখন আবার ঐ মানুষই ঘরের অন্তর মুখী প্রকৃতি থেকে শীতের মধ্যাহ্ন বেলায় বাহিরের মধ্যাহ্নতে বেশী স্বাচ্ছন্দ উপভোগ করে। এই সময় শীতকালের বাহিরের মধ্যাহ্ন প্রকৃতি ঘরের থেকে বেশী আরামদায়ক। কিন্তু আমরা যদি মানুষের জীবনের মধ্যাহ্ন কাল অর্থাৎ মাঝামাঝি কালটাকে আমরা অভিভাবকের কাল হিসাবে গণ্য করি। তাহলে দেখা যাবে যে এই সময়টা মানুষের জীবনে সর্বোৎকৃষ্ট কাল। যেমন মধ্যাহ্নকালীন ভোজন মানুষের সব থেকে প্রিয় এবং তৃপ্তির ভোজন সকাল এবং রাতের ভোজনের থেকে। গ্রীষ্মের দুপুরে মানুষ ক্লান্ত এবং পরিশ্রান্ত হয়। একজন পথিক যখন গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন পথ চলতে চলতে যখন ক্লান্ত হয়ে বিশ্রামের জন্য শীতল ছায়ার খোঁজ করে একটু খানি জিরিয়ে নেওয়ার জন্য। আর শীতল ছায়ার ছোয়ায় পথ চলার ক্লান্তি খানিক দূর হয় এবং দেহে আবার পথ চলার মত কিছুটা শক্তি সঞ্চারিত হয়। কিন্তু আবার ঐ পথিকই যখন শীতকালের মধ্যাহ্ন বেলায় পথ চলার সময় বিশ্রাম নিলে, তখন আর শীতল ছায়া খোঁজ করে না। তখন শীতের মধ্যাহ্ন কালের মিষ্টি রোদের খোঁজ করে। অর্থাৎ ঋতুকাল ভেদে জীবের প্রকৃতি পরিবেশে সমস্ত কিছুই ব্যতিক্রম হলেও, সেটাই জীবের পক্ষে অনুকূল হয়।

পড়ুন পড়ান
সার্বভৌম সমাচার
HTTPS://WWW.SARBABHAUMASAMACHAR.IN/
বিজ্ঞাপনের জন্য এখনই যোগাযোগ করুন

বন্ধুকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ

প্রথমপাতার পর...

যাতায়াত করত। পুলিশ জানিয়েছে, সম্প্রতি বাসুদেবের স্ত্রী কাকলী ঘোষের সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে ওঠে আনন্দের। বন্ধুর সঙ্গে স্ত্রীর সম্পর্কের কথা জানার পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি লেগে ছিল। কয়েকদিন আগে কাকলি ও আনন্দকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে ফেলে বাসুদেব।

তারপর থেকে ক্ষোভে ফুঁসছিল সে। এদিন সকালে আনন্দ এক প্রতিবেশীর বাড়িতে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই সময় রাস্তা দিয়ে কুড়ুল হাতে কাজে যাচ্ছিল বাসুদেব। আনন্দকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার কাছে যায় সে। সেখানে কাকলির সঙ্গে আনন্দের সম্পর্ক নিয়ে কথা উঠে। যা নিয়ে দু'জনের মধ্যে বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, সে সময় আনন্দের মাথায় কুড়ুল দিয়ে কোপ মারে বাসদেব। ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়েন আনন্দ। স্থানীয়রা তাকে বাগদা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে বনগাঁ হাসপাতালে রেফার করে চিকিৎসকেরা। সেখানে চিকিৎসকেরা আনন্দকে মৃত বলে ঘোষণা করে। স্থানীয়রা জানিয়েছে, অভিযুক্ত আনন্দকে কোপানোর পর বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীকে কোপানোর চেষ্টা করে। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে বাগদা হাসপাতালে নিয়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে বাসুদেবকে গ্রেফতার করে বাগদা থানার পুলিশ।

সাপের কামড় খেয়েও বেডে বসেই পরীক্ষা দিল ছাত্র

প্রথমপাতার পর...

স্থিতিশীল থাকায় চিকিৎসকেরা হাসপাতালে বসে পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দেন তাকে। স্যালাইন হাতে নিয়েই হাসপাতালের বেডে বসে পরীক্ষা দেয় ছাত্র। পরিবারের লোকেরা জানিয়েছেন, কি সাপে কামড়িয়েছে সেটা আমরা বুঝতে পারিনি। আমরা দ্রুত ওকে বনগাঁ হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা শুরু করেছিলাম। আমরা ভাবতেই পারিনি ও পরীক্ষা দেবে। পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা শিক্ষক সন্দীপ ঘোষ বলেন, "ছাত্রের মানসিক শক্তি দেখে অবাক হলাম। তার শরীরে কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা বারবার জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে। ওর যাতে পরীক্ষা দিতে কোন অসুবিধা না হয়, সেদিকে সর্বদা খেয়াল রেখেছি আমরা। চিকিৎসকেরাও এসে বারবার ওকে দেখে গিয়েছে।

HALL MARK
বনগাঁয় সবার মুখে এক কথা—
রকমারি ডিজাইন, গহনার গড়নে সাবেকিয়ানা,
আধুনিকতায় অনন্য প্রতিষ্ঠান
আমাদের গহনার মজুরী সবার থেকে কম

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা
এন পি.সি. অপটিক্যাল
এখানে সু-চিকিৎসকের পরামর্শে কম্পিউটার দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। আধুনিক মানের চশমার ফ্রেম, গ্লাস ও লেন্সের বিশাল সম্ভার।
বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

COMPUTER &
PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয়
কার্টিজ রিফিল করা হয়।
UNICORN
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

Arup Kumar Nath
Customs Clearing & Forwarding Agent
: 03215-245 718
9475399888
8768010885
: absenterprise43@gmail.com
absenterprise43@yahoo.com
A.B.S. ENTERPRISE
Hazi Market (1st Floor) ● PETRAPOLE ● BONGAON ● NORTH 24 PARGANAS

তান্ত্রিক জ্যোতিষ সম্রাট চণ্ডীরত্ন গীতাভারতী, স্বর্ণপদক প্রাপ্ত
এস এস আচার্য / এস এস চ্যাটার্জী
ব্যবসা, চাকুরী, বিবাহ, বিদেশযাত্রা, গ্রহদোষ, বাস্তদোষ,
প্রতিকারসহ শ্রাদ্ধ-শান্তি, উপনয়ণ এবং প্রায়শ্চিত্ত করা হয়।
পুরোহিত শুভজিৎ আচার্য
চাঁদপাড়া ১নং রেলবাজার, ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি, ২৪ পরঃ (উঃ)
মোঃ ৯৩৩২২৩৬১১৫/৯৭৩৪৩৭৮৯০৩/৮৩৭১০৪৬৪৯৭

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at Kumar Press at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - 9232633899 / 9647791986 / 7076271952
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in **Editor- Utpal Mallick**